উৎস

আমাদের পাঠ্য 'অভিষেক' কবিতাটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কালজয়ী সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যের প্রথম সর্গ থেকে গৃহীত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে এই প্রথম সর্গের নামও 'অভিষেক', যা কবির দেওয়া।

পূর্বসূত্র

পাঠ্যাংশটি বুঝতে গেলে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রথম সর্গের ঘটনাটি খুব সংক্ষেপে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথম সর্গটির নাম 'অভিষেক', এখন প্রশ্ন হল কার 'অভিষেক', কোথায় এবং প্রেক্ষাপটই বা কী? উত্তরে বলা যায় ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদের অভিষেক, লঙ্কার সেনাপতি-পদে, প্রেক্ষাপট হল লঙ্কার শত্রু রামের হাতে প্রিয় ভাই বীরবাহুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া ও লঙ্কাকে শত্রুমুক্ত করা। যুদ্ধে বীরবাহুর মৃত্যু ঘটেছে। এই অবস্থায় কাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করা হবে? সূচনায় কবি দেবী ভারতীর কাছে জানতে চেয়েছেন এবং বীররসোচিত মহাগীত রচনার শক্তি ও বুদ্ধি প্রার্থনা করেছেন। পুত্রশোকে বাক্যহীন রাবণ লঙ্কার সিংহাসনে বসে আছেন। ভগ্নদূত মকরাক্ষের মুখে বীরবাহু বীরত্বের কথা শুনে তাঁর মধ্যে বীরভাব সঞ্চারিত হয় এবং সপার্ষদ প্রাসাদ শিখর থেকে তা প্রত্যক্ষ করেন। অতঃপর রাজসভায় প্রবেশ করে পত্নী চিত্রাঙ্গদা বীরবাহুর মৃত্যুর জন্য যখন তাঁকে দায়ী করেন, তখন রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে যাবেন ঘোষণা করেন ও রাক্ষসবাহিনীকে যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হবার নির্দেশ দেন। তাদের পদভারে যখন লঙ্কাপুরী কম্পমান তখন বরুণ পত্নী বারুণীর নির্দেশে সখী মুরলা লঙ্কার রাজ্যসভায় হাজির হন পরিস্থিতি জানতে। লক্ষ্মীদেবী তাঁকে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি জানিয়ে বিদায় দেন এবং ধাত্রী প্রভাষার ছদ্মবেশে মেঘনাদের প্রমোদালয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ এবং রাবণের যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতির কথা জানান। মেঘনাদ রাজ্যসভায় উপস্থিত হন এবং পিতার কাছে 'সেনাপতি' পদ প্রার্থনা করেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাবণ প্রিয় পুত্রকে 'সেনাপতি' পদে অভিষিক্ত করেন। এইভাবে প্রথম সর্গে মূল ঘটনার বীজ (মেঘনাদবধের) বপিত হয়েছে।

ভাববস্তু

লঙ্কার কুললক্ষ্মী ধাত্রী প্রভাষার ছদ্মবেশে মেঘনাদের প্রমোদ উদ্যানে হাজির হতেই মেঘনাদ অবাক হয়ে তাঁর আগমনের কারণ ও লঙ্কার কুশল জিজ্ঞাসা করেন। ছদ্মবেশী দেবী হতাশার সঙ্গে মেঘনাদের প্রিয় ভাই বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ এবং রাবণের যুদ্ধপ্রস্তুতির কথা জানান। রামচন্দ্রের হাতে ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে শুনে মেঘনাদ অবাক হন। কেননা রামকে যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি খণ্ড খণ্ড করে কেটেছিলেন। তাঁর পক্ষে একাজ কী করে সম্ভব! লক্ষ্মীদেবী উত্তরে রামকে মায়াবী মানব বলে অভিহিত করেন এবং ইন্দ্রজিৎকে শীঘ্রই কালসমরে অবতীর্ণ হয়ে লঙ্কাকে রক্ষার আহ্বান জানান।

অত্যন্ত ক্রোধের সাথে ফুলের মালা ও অঙ্গ-আভরণকে দূরে সরিয়ে মেঘনাদ নিজেকে ধিক্কার জানান এই বলে যে শত্রু যখন স্বর্ণলঙ্কার চারিদিকে তিনি তখন প্রমোদ উদ্যানে নারীদের মাঝে! ইন্দ্রজিৎ শত্রুকুলকে বধ করে

এই অপবাদ ঘোচাবার জন্য দ্রুত যুদ্ধরথ প্রস্তুত করতে বললেন। শ্রেষ্ঠ বীর ইন্দ্রজিৎ রণসাজে সজ্জিত হয়ে কার্তিক ও বৃহন্নলারূপী অর্জুনের মতো শত্রু বিনাশ করতে উদ্যত হলেন। যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে ইন্দ্রজিৎ-পত্নী প্রমীলা তাঁর করযুগল ধরে প্রমোদ উদ্যান ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন ও তার বিরহ জ্বালার কথা জানালেন। ইন্দ্রজিৎ প্রমীলার উদ্দেশ্যে জানালেন যে ইন্দ্রজিৎকে ভালোবাসার যে দৃঢ় বন্ধনে তিনি আবদ্ধ করেছেন তা কোনোদিন কেউ খুলতে পারবে না। শীঘ্রই যুদ্ধে রামচন্দ্রকে বিনাশ করে তিনি ফিরে আসবেন বলে আশ্বাস দিলেন।

বায়ুপথে মেঘনাদের বিশাল রথ মৈনাক পর্বতের মতো সোনার পাখা বিস্তার করে আকাশ উজ্জ্বল করে উড়ে চলল। ধনুকের টংকার গরুড়ের গর্জনের মতো আকাশে বেজে উঠল, লঙ্কার সমুদ্র কেঁপে উঠল। রাবণ যখন যুদ্ধযাত্রায় যাবার জন্য উদ্যত তখনই মেঘনাদ সেই রথ থেকে নামলেন। তাঁকে দেখে সৈন্যদল উল্লাস করে উঠল। ইন্দ্রজিৎ পিতাকে প্রণাম করে রামের এই অত্যাশ্চর্য বেঁচে ওঠার কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং অঙ্গীকার করলেন হয় রামকে হত্যা করবেন না হলে তাঁকে বেঁধে আনবেন। কুমারকে আলিঙ্গান করে রাবণ বলেন একমাত্র মেঘনাদই রাক্ষসকুলের ভরসা। তাই এই কালযুদ্ধে তাঁকে পাঠাতে রাবণের মন চাইছে না। ইন্দ্রজিৎ এ কথার উত্তরে বলেন ইন্দ্রজিতের মতো যোগ্য সন্তান থাকতে রাবণ যদি যুদ্ধে যান তবে ইন্দ্র হাসবেন, অগ্নি রুষ্ট হবেন। দুবার যেহেতু রামকে পরাজিত করেছিলেন তিনি তাই তৃতীয় বারের জন্যও তিনি তা-ই প্রার্থনা করেন। নানা টালবাহনার পর রাবণ ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধযাত্রার ছাড়পত্র দিলেন। কিন্তু তার আগে রাবণ ইন্দ্রজিৎকে ইষ্টদেবের পূজা সাঙ্গ করতে বলেন এবং রামের সঙ্গে প্রভাতে যুদ্ধ করার কথা বলেন এবং সবশেষে রাবণ গঙ্গাজলসহ সব উপাচার নিয়ে মেঘনাদকে লঙ্কার সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন।

নামকরণের সার্থকতা

সাহিত্যে কাব্য, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, আত্মজীবনী-সহ প্রায় সব লেখাই নামকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নামকরণ অনেকটা বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন। নামকরণের মাধ্যমে লেখক যেমন পাঠকের মনে আগ্রহের সঞ্চার করেন, ঠিক তেমনি তার নির্দেশও করেন; আবার বিষয়বস্তু বুঝতেও সাহায্য করেন। আমাদের পাঠ্য অংশটি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রথম সর্গ থেকে গৃহীত। কবি প্রত্যেক সর্গের মতো এই সর্গটিরও নামকরণ করেছেন, নাম দিয়েছেন 'অভিষেক'। আবার সংকলকগণও পাঠ্য কবিতাংশটির নামকরণ করেছেন 'অভিষেক'। কবির দেওয়া নামকরণটি বজায় রেখে আমাদের বিচার্য-সংকলকদের দেওয়া নামকরণটি কতটা সার্থক হয়েছে।

ইন্দ্রজিৎ প্রমোদকাননে বিলাসমত্ত, লক্ষ্মীদেবী ধাত্রী প্রভাষার ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে ইন্দ্রজিৎকে প্রিয় ভ্রাতা বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ ও শোকাহত রাবণের যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার বিষয়ে জানান। ভ্রাতৃবিয়োগ ও পিতার যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ এবং লঙ্কার এই ঘোর দুর্দিনের কথা শুনে ইন্দ্রজিৎ প্রমোদকাননের বিলাসব্যসন ও প্রিয়তমা পত্নী প্রমীলার প্রেমবন্ধন ছিন্ন করে লঙ্কায় ফিরে এলেন। যুদ্ধ গমনোদ্যত পিতাকে নিরস্ত করে তিনি নিজে যুদ্ধযাত্রা করবেন বলে পিতাকে রাজি করালেন। অন্তর থেকে না চাইলেও প্রিয় পুত্রকে রাবণ যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দেন এবং বলেন, একান্তই যদি সে যুদ্ধে যেতে চায় তবে আগে ইষ্টদেবকে পূজা করতে হবে। সূর্য অস্তগামী হলে অর্থাৎ গোধূলি বেলায় গঙ্গাজল ও নানান মাঙ্গলিক দ্রব্যসহ মেঘনাদকে রাবণ সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন। পাঠ্য কবিতাংশটির মূল উপজীব্য বিষয় যেহেতু মেঘনাদ বা ইন্দ্রজিতের 'অভিষেক' তাই ঘটনাকেন্দ্রিক এই নামকরণ যথাযথ ও সার্থক।